ফ্যাক্ট শীটঃ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাঠ প্রদর্শনী

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

মৌলিক বৈশিষ্ট্য

অংশীদারিত্বমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকের জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয়ে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তরে এক যৌথ প্রভাব সৃষ্টি হয়। এ কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মী উভয়ই কৃষকের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন।

প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় নীতিমালা

- গবেষণা-সম্প্রসারণ ও কৃষকের সমন্বয়ে অনুঘটকের ভূমিকা সৃষ্টির জন্য সমাজ ও গোষ্ঠীমুখী কর্মসূচী এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
- কৃষকদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্মানবোধ সৃষ্টি করা।
- এক বা একাধিক সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে কৃষক সমাজকে বোঝানো।
- অভিজ্ঞ কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকারী হিসাবে কাজে লাগানো।
- গ্রাম বা গোষ্ঠী নির্বাচন করে ৫০-১০০ কৃষকের দল তৈরি করা।
- কমিউনিটি এবং কৃষকের মধ্যে মালিকানার চেতনা সৃষ্টি করা।
- ছোট দিয়ে শুরু- পরবর্তীতে সাফল্যের ভাণ্ডার গড়ে তোলা।
- স্থানীয় সামর্থ্য সৃষ্টি করা।
- সকল অংশীদারদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি এবং কৌশলগত জোট সৃষ্টি করা।
- কৃষক গোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং অঙ্গীকার পূরণ।

চিত্র-১ঃ কৃষক-গবেষক-সম্প্রসারণ কর্মী মেলা

চিত্র-২ঃ কৃষকদে বৈঠক

আরো তথ্যের জন্যঃ
ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফলিত গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইলঃ ardbrri@dhaka.net